দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

083

বৃত্তি পরীক্ষায় কারচুপি

সংবাদ-এর ২১শে মাঘ সংখ্যায় গাইবান্ধা জেলা বার্তা পরিবেশক প্রেরিত ট্যালেন্টপুল বৃত্তির ফলাফলে কারচুপি সংক্রান্ত খবরটি পড়ে বিস্মিত ও একজন অভিভাবক হিসেবে শংকিত হয়েছি। খবরটিতে অভিযোগ করা হয়েছে :

(১) মেধাবী ছাত্র আবু রাশেদের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় তার বাবা ডিডিপিআই, রাজশাহী সমীপে রাশেদের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য আবেদন করে কোন জবাব পাননি।

(২) রাশেদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকও ঐ একই কর্মকর্তার অফিসে বারবার যোগাযোগ করে কোন সদুত্তর পাননি।

(৩) সাঘাটা উপজেলা কেন্দ্র থেকে ১৯৮৬-র ট্যালেন্টপুল বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২ জনই ভুয়া, একজন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র হয়ে ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং অপর জন অছাত্র রিকশা চালক।

(৪) সংশ্লিষ্ট একজন শিক্ষক সন্দেহ করেন, উক্ত পরীক্ষায় উত্তর পত্র অদলবদল হয়েছে।

এসবই অতি গুরুতর অভিযোগ। ডিডিপিআই, রাজশাহী 'ভুয়া' বলে অভিযুক্ত ছাত্রদ্বয়ের (যাদের নাম উক্ত সংবাদ রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে) অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সত্বর অভিযোগগুলোর যথাযথ উত্তর দাবী করছি। কারণ, দুর্নীতির মাধ্যমে নিতান্ত কম বয়সী বালক-বালিকাদেরকে প্রবঞ্চিত করা অতি জঘন্য অপরাধ। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এমন প্রবঞ্চনা পেতে থাকলে শিশুরা সমগ্র বয়স্ক সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে ও নিদারুণ মানসিক আঘাতে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ও ১৯৮৮র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছু আমার ছেলে উক্ত সংবাদটি পড়ে হতাশাগ্রস্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ পরীক্ষার্থীদের হতাশা নিরসন ও অভিভাবকদের শঙ্কা নিরাকরণে আশু দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বলে মনে করি।

প্রীতি কুমার মিত্র,
ফেলো/সহকারী অধ্যাপক,
আই,বি,এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী